International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 63-68
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.63-68

নব চেতনার আলোকে নারী: বীরাঙ্গনা কাব্য

সুধাংশু দত্ত
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
ইমেলঃ sudhanshudatta1@gmail.com

Abstract:
In the poems of Veerangana, the reshaping of mythology is visible. Tara, Rukmini, Surpankha, Draupadi, Bhanumati, Urvashi, Jana etc. has given a modern twist to the female characters and presented them in front of our eyes. The achievement of the poet here is that he has adapted the incident to the modern, social and national environment as his ideology and wonderful imagination without distorting the well-known events of Purana. Where, under what conditions does the heroine write a letter to the hero where she can reveal the secrets of her heart. The innermost secrets of the heroines' hearts are revealed in the letters. So, in the light of new consciousness, the old context of the female characters adopted by Madhusudan has become novel in the light of modern perspective.

Keywords: বীরাঙ্গনা, চমৎকারী কল্পনা, স্বামী পরিত্যক্তা নারী, কর্তব্যবিমুখ, সুদূরপ্রসারী কল্পনা, পরিহাস প্রিয়, অনুরাগ বতী, চিত্তবৃত্তি, বিরহ বিধুর, পবিত্রতা বোধ, দুর্দম বাসনা, রূপজ মোহ, আত্মকেন্দ্রিকতা, সহানুভূতি।

'মেঘনাদবধ' কাব্য ছাড়া অধিকাংশ কাব্য নাটকই মধুসূদন নায়িকা নামাঙ্কিত করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে নারীর প্রতি তাঁর সম্মান ও সহানুভূতির ভাব সুস্পষ্ট। পুরুষ-শাসিত প্রাচীন সমাজে নারী অচল অবরোধের অন্তরালে অবিচার ও নির্যাতনের দৈনন্দিন চক্রে শুধু আবর্তিত হয়েছে। সে কেবল কর্তব্য করেছে, নীরবে সহ্য করেছে এবং বিলুপ্তির অন্ধকারে বিস্মৃত হয়ে পড়েছে। মধুসূদন এই নারীর মুখে ভাষা দিলেন, চোখে আগুন ছিটিয়ে দিলেন এবং বুকে অমিত শক্তি সঞ্চার করলেন। অবরোধের বাইরে সে পা বাড়ালো, হৃদয়ের শৃঙ্খলিত অনুভূতিকে বিজয়িনীর আত্মমর্যাদা দিয়ে ঘোষণা করল এবং ন্যায়-অন্যায়ের সূক্ষ্ম ও শানিত বিচারের আলোকে চমৎকৃত সমাজের দৃষ্টি ঝলসে দিল। এই নারীকেই যথাযথ বীরাঙ্গনা রূপে মধুসূদন গ্রহণ করেছেন। সেজন্য এই নারীর বিচিত্র রুপই তিনি তাঁর কাব্যে চিত্রিত করেছেন। এখানে স্বামী পরিত্যক্তা নারী (শকুন্তলা) তার অধিকার ঘোষণা করেছে। কোথাও বা নারী স্বাধীনভাবে তাঁর পতি নির্বাচন করেছে (রুক্মিণী)। আবার,কোন নারী হৃদয়ের দুর্জয় কামনায় বশীভূত, দুঃসাহসিক দৃড়তায় সমাজবিধি লঙ্ঘন করেছে (তারা)।

কেউবা অন্য জাতীয় পুরুষের প্রেমে অন্ধ হয়ে অকুণ্ঠিত প্রকাশ্যতায় নিজের রূপ যৌবন নিবেদন করেছে (সুর্পনখা)। কোন কোন বীর নারী স্পষ্ট ভাবে স্বামীর অন্যায় ও অপরাধ দেখে তাকে সংশোধন করতে চেয়েছে (ভানুমতী ও দুঃশলা)। আবার কোন মহীয়সী নারী প্রবল জাতীয় আবেগে উদ্দীপিত হয়ে কাপুরুষ ও কর্তব্যবিমুখ স্বামীকে তীক্ষ্ণ তিরস্কারে সচেতন করবার চেষ্টা করেছে (জনা)।

বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে অভিদের 'The Heroic Epistles' দ্বারা সরাসরি অনুপ্রাণিত হলেও মধুসূদন তার 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে পাশ্চাত্য কোন নারী চরিত্রকে রূপায়িত করেননি, প্রাচীন ভারতের সুপরিচিত কাব্য থেকেই তাঁর কাব্যের নারী চরিত্রগুলি গ্রহণ করেছেন। এই চরিত্র গুলির মধ্যে দ্রৌপদী, ভানুমতি, দুঃসলা, জনা ও গঙ্গা মহাভারত থেকে, সূর্পনখা ও কৈকেয়ী রামায়ণ থেকে এবং রুক্মিণী ভাগবত থেকে গৃহীত। শকুন্তলা, তারা ও উর্বশীর উল্লেখ রামায়নে বা মহাভারতে থাকলেও প্রাচীন অপর কাব্য, নাটক বা প্রচলিত কাহিনী থেকে এই চরিত্রগুলিকে গ্রহণ করা হয়েছে।

'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য থেকেই প্রাচীন চরিত্র রূপায়ণে রোমান্টিক ভাবধারা অনুসরণের যে চেষ্টা মধুসূদনের রচনার মধ্যে দেখা যায়, তাই বীরাঙ্গনা কাব্যে সফল হয়েছে। প্রাচীন চরিত্রগুলিকে তিনি অতীতের গর্ভে লীন নির্জীব পৌরাণিক চরিত্রপথে কল্পনা করেননি, বরং তাদের মধ্যে যে মানবীয় ভাবনার সঞ্চার করেছেন, তাতে এই চরিত্র গুলির পৌরাণিক কাহিনী গত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করে আধুনিক ভাবধারায় জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। আদর্শকে বড় না করে ব্যক্তিকে বড় করার চেষ্টা এই কাব্যটিকে সার্থক করে তুলেছে।

ভিন্ন প্রকৃতির নারী চরিত্রকে রূপদান করাই 'বীরাঙ্গনা' কাব্যের লক্ষ্য হওয়ায় মধুসূদন এখানে বিভিন্ন প্রকৃতির নারীর মানসিক ভাব বিশ্লেষণের সুযোগ পেয়েছেন ও তার যথাযোগ্য ব্যবহারও করেছেন। তাঁর উগ্র প্রতিভার জন্য কিছুটা বটে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনুশীলনে সংগঠিত সুদূরপ্রসারী কল্পনা শক্তির জন্য বটে, তিনি বীরাঙ্গনা কাব্যের ১১ টি পত্রিকায় ১১ টি বিভিন্ন উপাদানে গঠিত বিভিন্ন প্রকৃতির নারী চরিত্রগুলিকে পরস্পর স্বতন্ত্র ও মূর্ত করে তুলতে পেরেছেন। পৌরাণিক নারী চরিত্রগুলিকে রোমান্টিক আদর্শে রূপায়িত করে মধুসূদন নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে কৃতকার্য হয়েছেন বলা যায়।

দুষ্মন্তের বিরহে কাতর হয়ে শকুন্তলা তপোবন মধ্যে বহু কষ্টে দিনযাপন করেছিলেন, পুরুরবার প্রতি অনুরাগবশত উর্বশী স্বর্গ চ্যুত হয়েছিলেন, রামাভিষেকের সময় লক্ষণের মায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ক্রোধ দশরথের উপর বর্ষিত হয়েছে,- এইরকম পৌরাণিক ঘটনাগুলি সুপরিচিত। মধুসূদন বীরাঙ্গনা কাব্যে এরূপ ঘটনা বিশেষ কে বড় না করে নায়িকার মনের অবস্থাকে বড় করে দেখাতে চেয়েছেন। নেতিবাচক কবিতার পরিবর্তে লিপি পরিকল্পনার এই উদ্দেশ্য বহুল পরিমাণে সার্থক হয়েছে।

মহাভারত থেকে যে কটি চরিত্র গৃহীত হয়েছে, তাদের মধ্যে দ্রৌপদী, জনা ও গঙ্গার পরিচয় আমরা মহাভারত থেকে পাই, কিন্তু ভানুমতি ও দুঃশলা নাম উল্লেখ থাকলেও তাঁদের পরিচয় পাই না। মধুসূদন

পরিবেশের সুযোগ নিয়ে এই চরিত্র দুটিতে সম্ভাব্য ভাবনা আরোপ করে জীবন্ত করে তুলেছেন। এদের পত্রে যুদ্ধরত পতির জন্য উৎকণ্ঠার সঙ্গে ব্যক্তি মানসের ছাপ ও রয়েছে; কুরুকুলের প্রতি কুরূকুলবধূ ভানুমতির অনুরক্তি ও কুরুকুলকণ্যা দুঃশলার ঔদাসীন্য তাদের স্বাতন্ত্র রক্ষা করেছে।

'অর্জুনের প্রতি' পত্রে দ্রৌপদীর চরিত্রের একটি কোমল দিক উদঘাটিত হয়েছে। মহাভারতের অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর অপেক্ষাকৃত অধিক প্রীতির উল্লেখ এই কবিতাটির সূত্র হলেও মহাভারতীয় দ্রৌপদীর দীপ্তি বা তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয় এখানে নেই। মধুসূদন দ্রৌপদীকে মৃদু, চপল পরিহাসপ্রিয় অনুরাগবতী নায়িকা রূপে অঙ্কন করেছেন। মহাভারতের গঙ্গা চরিত্রে শান্তনুর প্রতি ঔদাসীন্য থাকলেও তাঁর প্রত্যাখ্যান এর মধ্যে রূঢ়তার পরিচয় পাওয়া যায়। নিদারুণ ঔদাসীন্য সৃষ্টি করে মধুসূদন এই প্রত্যাখ্যান পত্রিকাটিকে অপূর্ব শক্তি মণ্ডিত করেছেন। কাশীরাম দাসের মহাভারত থেকে গৃহীত জনা চরিত্র বীরাঙ্গনা কাব্যে পরিণতি লাভ করেছে। মহাভারতে জনার শোক, তাঁর অন্তর দহনের যে পরিচয় পাওয়া যায়, শক্তিশালী কবির লেখনি গুনে তা সুচিত্রিত হয়েছে। মধুসূদন মহাভারতের জনা চরিত্রকেই উজ্জ্বলতর করেছেন।

রামায়ণ থেকে গৃহীত চরিত্র গুলির মধ্যে কৈকেয়ীর চরিত্র রামায়নের অনুগামী; কেবল এতে তাঁর যে ক্রোধের সৃষ্টি করা হয়েছে রামায়ণে তার আভাস মাত্র আছে। রামায়ণের কৈকেয়ী চরিত্রে স্বার্থই বড় হয়ে ওঠায় তাঁর ক্রোধকে কপট অভি মান বলে মনে হয়। কিন্তু মধুসূদন যে কেকয়ী চরিত্র অংকন করেছেন, তাঁর মধ্যে তার স্বার্থের পরিচয় অতি সামান্যই পাওয়া যায; রুদ্র রসের দীপ্তি লিপি খানিকে অভিনবত্ব প্রদান করেছে ও কেকয়ী চরিত্রের ব্যক্তিত্বকে বড় করে তুলেছে।

রামায়ণ থেকে গৃহীত অপর চরিত্রটি মধুসূদনের হাতে নতুন রূপ ধারণ করেছে। রামায়ণে সুর্পনখার যে পরিচয় আমরা পাই, তাতে তার মধ্যে যে হৃদয় বলে কোন বস্তু ছিল এ প্রশ্ন মনে জাগে না। মধুসূদন রাক্ষসী নয়, এক মানবীয় চিত্তবৃত্তিকে অবলম্বন করে সুর্পনখা চরিত্রের একটি সম্ভাব্য দিক প্রদর্শন করেছেন।

তারা ও উর্বশী চরিত্র পরিকল্পনায় মধুসূদন কিছু পরিমাণে এই মৌলিকত্বের দাবি করতে পারেন। সোম ও তারার প্রেম এবং পুরুর্ বার প্রতি উর্বশীর আকর্ষণ প্রসিদ্ধ কিংবদন্তি। মধুসূদন এই কিংবদন্তি অবলম্বন করে তাঁর রোমান্টিক ভাব বৃত্তির সহযোগে তারা ও উর্বশীকে নতুন করে গড়েছেন। তারা চরিত্র কে এইভাবে অঙ্কন করার জন্য তাঁকে কিছু নিন্দাবাদ ও ভোগ করতে হয়েছে। কিন্তু শিষ্যের প্রতি আসক্ত গুরু পত্নীর হৃদয়ের স্বাভাবিক শূভাশূভ বুদ্ধি ও প্রবল প্রেমের দ্বন্দ্ব অংকনে তাঁর পারদর্শিতা সাহিত্যিক সিদ্ধি লাভের কারণ হয়েছে। বরং তিনি সুর্পণখার মত সমাজ-সংস্পর্শহীনা স্বেচ্ছাচারিনী রূপে অঙ্কন না করে নিজের পরিবেশ সম্পর্কে তীব্র বোধশক্তি সম্পন্নরূপে চিত্রিত করে সু-রুচির পরিচয় দিয়েছেন। স্বর্গ বারাঙ্গনা উর্বশীকে স্বাধীন লজ্জাবিহীন প্রেমিকার রূপে উপস্থাপন করাও তাঁর অন্যতম কৃতিত্ব।

রুক্মিনী ভাগবতের রুক্মিনীর প্রতি মূর্তি। ভাগবতে যে কৃষ্ণ প্রেমময়ী রুক্মিণীর পরিচয় পাওয়া যায়, মধুসূদন বৈষ্ণবের মতো তাকেই অংকন করেছেন।

শকুন্তলা চরিত্র কালিদাসের আদর্শে অঙ্কিত হয়েছে। একান্তভাবে স্বামীর প্রতি নির্ভরশীলতার পরিচয় শকুন্তলা পত্রিকায় পাওয়া যায়। দুষ্মন্ত এতদিন তাঁর সংবাদ নেননি বলে সে অভিযোগ করেনি, মৃদুভাবে সামান্য অভিযোগ করেছে মাত্র। কিন্তু নিজের বিরহ বিধুর অবস্থার বর্ণনার কাছে তা নিস্প্রভ হয়ে গেছে। তপোবনের অনাড়ম্বর পরিবেশে পালিতা শকুন্তলা ঐশ্বর্যের কামনা করেনি, সে শুধু বলেছে –

'কিন্তু নাহি লোভে দাসী বিভব! সেবিবে
দাসী ভাবে পা দুখানি - এই লোভ মনে,-
এই চির আশা, নাথ, এ পোড়া হৃদয়ে!'

এই আত্মনিবেদনের সুর রুক্মিণীরও নৈসর্গিক প্রেমে মুগ্ধ কুমারী হৃদয়ে ঝংকৃত হয়েছে। রুক্মিণী দ্বারকানাথ কে দেখেনি, কেবল তাঁর নাম ও গুণাবলী শুনেছে, তাতেই সে মুগ্ধা। এই রূপাতীত প্রেমে পরিপূর্ণ হৃদয়ে সে তার সর্বস্বকে তার প্রিয়তমের পদতলে অর্ঘ্য প্রদান করবার জন্য উন্মুখ হয়ে উঠেছে।

তারার প্রেমের মধ্যে এই আকুলতা আছে বটে, কিন্তু তা রুক্মিণীর প্রেমের মতো অনাবিল নয়। তারা সেই আবিলতাকে উপলব্ধি করেছে এবং এই বোধ তার মানসিক সুচিতা জ্ঞান সম্পন্ন হৃদয় কে নিপীড়িত করেছে। সে নিজেকে ধিক্কার দিয়েছে কিন্তু তবুও নিজেকে দমন করতে পারেনি। কলুষিত প্রেমে মুগ্ধা নারীর সহজাত পবিত্রতা বোধ ও দুর্দম বাসনার দ্বন্দ্ব তারা পত্রিকায় সুন্দরভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সুর্পনখার প্রেমও কলুষিত, কিন্তু সূর্পনখার মনে সে বোধ নেই। উর্বশীর পুরুর্ বার প্রতি কৃতজ্ঞতা সঞ্জাত যে প্রেম তাকে স্বর্গ চ্যুত করেছে, তার মধ্যে নিজের যৌবন বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে আত্ম নিবেদনের সুর শোনা যায়-তার পক্ষে প্রেম নিবেদন অশোভন নয়; কিন্তু সূর্পনখা যেন প্রধানত তাঁর রূপ ও ঐশ্বর্যের প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষণ কে আকর্ষণ করতে চেয়েছে। সামান্য নায়িকা উর্বশীর পক্ষে লজ্জাহীনার মত প্রণয় জ্ঞাপন অস্বাভাবিক হয়নি, কিন্তু সুর্পনখার লক্ষণ কে আহ্বান রুপজ মোহকে বিন্দুমাত্র অতিক্রম করতে পারেনি।

জাহ্নবী পত্রিকাটিতে জাহ্নবীর প্রত্যাখ্যান কঠোর ও নিষ্করুন। জাহ্নবী দেবী যে অপ্রাপ্যা তা জানিয়ে তিনি দেবতার আসনে বসিয়ে মানব শান্তনুকে নানা উপদেশ দিয়েছেন। অবশেষে বলেছেন –

পূর্ব কথা ভুলি,
করি ধৌত ভক্তি রসে কাম গত মনঃ
প্রণম সাষ্টাঙ্গে রাজা! শৈলেন্দ্র নন্দিনী
রুদ্রেন্দ্র গৃহিণী গঙ্গা আশীষে তোমারে!

এই প্রত্যাখ্যানের মধ্যে এতটুকু সমবেদনা বা সহানুভূতি নেই।

দুঃশলা ও ভানুমতির পত্র দুখানিতে যুদ্ধকালে স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় ভীতা পতিগত প্রানা স্ত্রীর পত্র। ভানুমতী কুরুকুলের বধু। তার পত্রে কর্ণ, শকুনি প্রভৃতি অসৎ পরামর্শদাতাদের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব ও কুরু কুলের মঙ্গলার্থে দুর্যোধনকে যুদ্ধ থেকে প্রতি নিবৃত্ত হবার উপদেশ স্থান পেয়েছে। কিন্তু দুঃশলা কুরু কুলের দুহিতা হলেও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের পত্নী। অভিমন্যু বধের পর অর্জুনের জয়দ্রথ বধ প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সে ভীতা হয়েছে এবং দুর্যোধন প্রভৃতির দোষ উল্লেখ করে জয়দ্রথকে নিয়ে পালিয়ে যেতে চেয়েছে; বলেছে, 'ঘটুক যা থাকে ভাগ্যে কুরু পান্ডু কূলে!' ভানুমতির পত্রে কুরু কুলের বধুর যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়, দুঃশলা র আত্মকেন্দ্রিকতা প্রকৃত মহত্ব বিকাশের পথ পায়নি।

দ্রৌপদীর পত্রে পরিণত বয়স্কা পত্নীর ভাবধারা সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে। প্রবাসী স্বামীকে মৃদু মধুর খোঁচা দিয়ে সে প্রণয় জ্ঞাপন করেছে, আভাসে ইঙ্গিতে ঘর সংসারের কথা জানাতেও ভুলেনি। মহাভারতের দ্রৌপদীর তেজস্বিনী মূর্তি এখানে স্থান না পেলেও মধুসূদন বীর চুড়ামণি অর্জুনের গুণমুগধা পত্নী রূপে দ্রৌপদীকে চিত্রিত করে অসীম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই পত্রিকায় দাম্পত্য জীবনের মান্ময়ী ও প্রেমময়ী স্ত্রীর মানসিক ভাবের এক অধ্যায় পরিবেশিত হয়েছে।

কেকয়ী ও জনাপত্রিকায় মর্ম পীড়িতা রমণীর সমুজ্জ্বল চিত্র স্থান পেয়েছে। স্বামী দশরথ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ভরতকে সিংহাসনে না বসিয়ে রামচন্দ্রকে অভিষিক্ত করায় ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর প্রতি কঠোর উক্তি করেছেন। তাঁর পত্রিকা খানি রুদ্ররসে পূর্ণ। 'পরম অধর্মচারী রঘু কুলপতি।' - এই কথা প্রচার করবার জন্য যে সকল সম্ভাব্য চিত্র কেকয়ী দিয়েছেন তাতে তাঁর ক্ষুব্ধ প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। জনার মর্ম বেদনার কারণ আরো বেশি। তাঁর পুত্র প্রবীর যে পার্থের হাতে নিহত হয়েছে, সেই পার্থকে তার স্বামী মিত্রভাবে গৃহে আমন্ত্রণ করিয়ে আনায় তাঁর পুত্র শোকের বেদনা যেন সহস্র গুণ বেড়ে উঠেছে। তাঁর কঠোর ব্যঙ্গক্তিপূর্ণ ভাষায় যেন সেই মর্ম পীড়ার কিছু আভাস পাওয়া যায়। যে তীব্র জ্বালা তাঁর অভিমান ক্ষুব্ধ হৃদয়কে দহন করছিল মধুসূদনের লিপি চাতুর্যে তা ভাষায় রূপায়িত হয়েছে।

মধুসূদন জনা চরিত্রের গভীরতম প্রদেশের যে ক্ষোভকে রূপায়িত করেছেন, তাই তার কৃতিত্বের পরিচয় দান করে। চরিত্র চিত্রনের দিক থেকে বীরাঙ্গনার অপর কবিতাবলীর মধ্যেও আমরা মধুসূদনের নৈপুণ্যের, পরিচয় পাই কিন্তু কোথাও তা এভাবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেনি। নারী চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে মধুসূদন অন্যান্য কবিতায় ধীরে ধীরে একটু একটু করে চরিত্র বিশেষ কে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু জনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অনিবার্য তেজে জ্বলছে। কেকয়ীর পত্রে অভিমানাহতা নারীর পরিচয় আমরা লাভ করি বটে, কিন্তু তাঁর পত্রের জ্বালা আমাদের মর্মস্থলে সেভাবে বেদনার সঞ্চার করতে পারে না। অপরপক্ষে জনার অশ্রুসিক্ত হৃদয় প্রবাহ আমাদের হৃদয়কেও আলোড়িত করে তোলে। আমরা এই পুত্র শোকাতুরা অর্ধউন্মত্তা নারীর প্রতি একান্ত সহানুভূতি পোষণ করতে থাকি। তারা চরিত্রটি যেন আমাদের চোখের সামনে সুতীব্র বেদনার প্রতীক হয়ে অনিবার্য শিখায় জ্বলতে থাকে। এখানেই মধুসূদনের চরিত্র সৃষ্টি সার্থক হয়েছে। বীরাঙ্গনা কাব্যে কবি যে সকল

নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন, তাদের মধ্যে জনাই প্রকৃত বীর রমণী, তাঁর চরিত্রে ক্ষত্রিয়কুলোচিত বীরত্ব প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে। এরা সকলেই বীরাঙ্গনা, এদের বীরত্ব বাহুবলে ও রণকৌশলে প্রকাশ পায়নি, প্রকাশ পেয়েছে এদের দীপ্তি, কুণ্ঠাহীন আত্ম ঘোষণায় এবং নিঃশঙ্ক আচরণে। এখানেই বীরাঙ্গনা কাব্যের নারী নবচেতনার আলোকে উদ্ভাসিত।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. গুপ্ত ক্ষেত্র, মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্য শিল্প ,এ. কে. সরকার এন্ড কোং, কলিকাতা।

২. চৌধুরী ভূদেব, বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৩. বন্দ্যোপাধ্যায় ডঃ অসিত কুমার, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা।

৪. মুখোপাধ্যায় বৈদ্যনাথ(স), বীরাঙ্গনা কাব্য, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলিকাতা।

৫.সান্যাল ভবানী গোপাল(স), বীরাঙ্গনা কাব্য, প্রজ্ঞা বিকাশ, কলিকাতা।